শীতের অতিথি।। *শিলিগুড়ির অদূরে ফুলবাড়িতে পরিযায়ী পাখিদের ঝাঁক। বুধবার। ছবি : সূত্রধর*

আলু চাষে সাশ্রয়ে আশা বঙ্গশ্রী বীজ

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৪ নভেম্বর : টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে হাইটেক আলুবীজ তৈরি করেছে রাজ্য। মশারির নীচে উৎপাদিত আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মিতে স্থিতিশীল ওই বীজের উত্তরবঙ্গে বিপণনও শুরু হয়ে গিয়েছে। বীজের ব্র্যান্ড নাম 'বঙ্গশ্রী'। ১৫-১৬ রকমের ভাইরাসের আক্রমণে হামেশাই বিপর্যয়ের শিকার আলু চাষের ক্ষেত্রে বঙ্গশ্রী গেম চেঞ্জারের ভূমিকা পালন করবে বলে আশাবাদী কৃষি বিজ্ঞানীরা। রাজ্যের কৃষি অধিকর্তা ডঃ সম্পদরঞ্জন পাত্র বলেন, 'নয়া বীজ রোগমুক্ত। তা থেকে ফলন বেশি মিলবে। উৎপাদন খরচও কম। এককথায় কৃষকরা লাভবান হবেন।'

বর্তমানে সার্টিফায়েড আলুবীজের অন্যতম ভরসা পঞ্জাবের জলন্ধর। সেখান থেকে বীজ আনতে পরিবহণ খরচ বাবদ অনেক টাকা বেরিয়ে যায়। ফলে চাষির ক্রয়মূল্য বেশি পড়ে। আলু চাষে প্রচুর পরিমাণ বীজের প্রয়োজন হয়। কৃষি দপ্তরের হিসেব অনুযায়ী, আলু চাষে যত খরচ হয় তার অর্ধেকই চলে যায় বীজের পেছনে। প্রতি হেক্টর ধান চাষে বীজ বাবদ খরচ হয় ২ হাজার টাকা। সেখানে আলুর ক্ষেত্রে ওই পরিমাণ প্রায় ৪০ হাজার টাকা। ফলে খরচ কমাতে কৃষকদের চাহিদা থাকে ছোট আকারের বীজ, যা বঙ্গশ্রীতে মিলবে বলে কৃষিকর্তারা জানাচ্ছেন।

নয়া বীজ প্রথমে রাজ্যের আলু ও ভুট্টা গবেষণাকেন্দ্রে তৈরি করা হয়েছে। আনন্দপুর ও কৃষ্ণনগরের খামারে দু'বছর ধরে পরীক্ষানিরীক্ষার পর তা বাজারে নিয়ে আসা হয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন ফার্মার্স প্রোডিউসার্স ক্লাবের (এফপিও) মাধ্যমে বীজ বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়েছে। জলপাইগুড়ির আলু চাষ অধ্যুষিত ধূপগুড়ি, কচুয়া বোয়ালমারি, টাকিমারির মতো নানা জায়গার পাশাপাশি তরাইয়ের খড়িবাড়িতে বঙ্গশ্রীর বিপণনকেন্দ্র খোলা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রেই জানা গিয়েছে, হাইটেক টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে তৈরি ওই আলুবীজের বংশবিস্তারের কাজ সারাবছর ধরে চলে। এরপর আলুর মরশুমে মশারির নীচে রোপণ করে সেখান থেকে বীজ পাওয়া যায়। মশারি ব্যবহার করার কারণ নানা ধরনের ভাইরাস বাহক সাদা মাছি বা ওই জাতীয় শোষক পোকার আক্রমণ থেকে বীজকে রক্ষা করা। খোলা আকাশের নীচে বীজ তৈরি করা হলে ওই রোগপোকারা তাতে সহজেই ভাইরাস ঢুকিয়ে দেয়। ফলে পরবর্তীতে বীজ থেকে যে গাছ তৈরি হয় তাতে ভাইরাসের ছোবল থাকে। ফলনও মেলে না। পাতা কোঁকড়ানো বা গুটিয়ে যাওয়া, ফসলে হলুদ ছোপ ইত্যাদি নানা সমস্যা দেখা যায়।

জলপাইগুড়ি সদর মহকুমার সহকৃষি অধিকর্তা (বিষয়বস্তু) ডঃ মেহফুজ আহমেদ বলেন, 'বঙ্গশ্রী ব্র্যান্ডের আলুবীজ রোগমুক্ত। ফলন নিয়ে কৃষকের দুশ্চিন্তা অনেকটাই কমে যাবে। নানা জায়গায় বিপণনকেন্দ্র খোলার কাজ শুরু হয়েছে। যাঁরা ওই বীজ কিনছেন তাঁদের চাষের গতিপ্রকৃতির প্রতি নজরদারিও থাকবে। সেজন্য ক্রেতাদের তথ্য সংগ্রহ করে রাখা হচ্ছে।'

কীভাবে তৈরি

- হাইটেক টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে
- সাদা মাছি বা ওই জাতীয় শোষক পোকার আক্রমণ থেকে বীজকে রক্ষা করতে মশারি ব্যবহার

কেন আলাদা

- সাধারণ আলুবীজ খোলা জায়গায় তৈরি হওয়ায় ভাইরাসের ছোবল থাকে
- বঙ্গশ্রী বীজ ভাইরাস প্রতিরোধী হওয়ায় ক্ষতির সম্ভাবনা কম

ফেব্রুয়ারিতে পিবিইউয়ে সমাবর্তনের সম্ভাবনা

কোচবিহার, ২৪ নভেম্বর : ৩০ নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্ট্যান্ডিং কমিটি অন হায়ার এডুকেশনের সদস্যরা কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনে আসতে চলেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই প্রথমবার তাঁরা পিবিইউ ক্যাম্পাস পরিদর্শনে আসবেন। সূত্রের খবর, সেই প্রতিনিধিরা এরপর অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও পরিদর্শন করবেন। ৩০ নভেম্বর থেকেই তাঁরা পরিদর্শন শুরু করবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ডঃ আবদুল কাদের সাফেলি বলেন, '৩০ নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্ট্যান্ডিং কমিটি অন হায়ার এডুকেশনের সদস্যরা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনে আসবেন। তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত বিষয় খুঁটিয়ে দেখবেন। আমরা তাঁদের সঙ্গে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ঘুরিয়ে দেখাব। বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন, প্রয়োজনীয়তা সবদিকই তাঁদের কাছে তুলে ধরা হবে।'

বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন নিয়েও প্রাথমিক পর্যায়ের আলোচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ দেবকুমার মুখোপাধ্যায়, রেজিস্ট্রার ডঃ আবদুল কাদের সাফেলি সহ অন্য আধিকারিকরা। ফেব্রুয়ারি নাগাদ সাগরদিঘি সংলগ্ন উৎসব অডিটোরিয়ামে সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। গতবছর করোনা পরিস্থিতির কারণে সমাবর্তনের আয়োজন করতে পারেনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ফলে এখনও সার্টিফিকেট পাননি পড়ুয়ারা। অনেকেই উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট দেখাতে না পেরে সমস্যায় পড়ছেন। এবারও করোনা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগে রয়েছে কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ দেবকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, 'এদিনের মিটিংয়ে সমাবর্তন নিয়ে প্রাথমিক পর্যায়ের আলোচনা করা হয়েছে। পরিস্থিতি ঠিক থাকলে আগামী ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ সমাবর্তন হতে পারে।'

এক্সরে প্লেট নেই, বন্ধ পরিষেবা

মাথাভাঙ্গা, ২৪ নভেম্বর : মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে দেড় মাস ধরে এক্সরে পরিষেবা বন্ধ থাকায় সমস্যায় পড়েছেন রোগী ও তাঁদের পরিজনেরা। হাসপাতাল সূত্রে খবর, সরকারিভাবে এক্সরে প্লেট সরবরাহ বন্ধ থাকায় ব্যাহত হচ্ছে রোগীদের চিকিৎসা। বাইরে থেকে এক্সরে করে আনার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে রোগীর পরিবারকে। আবার চিকিৎসক থাকলেও রোগীদের পাঠানো হচ্ছে কোচবিহারের এমজেএন হাসপাতালে।

শীতলকুচির বাসিন্দা প্রদীপ বর্মন, নিশিগঞ্জের বাসিন্দা শ্যামল রায় প্রমুখের অভিযোগ, তাঁরা হাসপাতালে খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন এক্সরে পরিষেবা বন্ধ রয়েছে। ফলে বাইরে থেকে এক্সরে করাতে খরচ লাগছে বলে সমস্যায় রয়েছেন।

রোগীর পরিজনদের বক্তব্য, দীর্ঘদিনের দাবি মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে ডিজিটাল এক্সরে মেশিন বসানো। কিন্তু সেই দাবি এখনও পূরণ হয়নি। অপরদিকে, হাসপাতালের এক্সরে পরিষেবাও দেড় মাস ধরে বন্ধ।

সমস্যার কথা স্বীকার করে হাসপাতাল সুপার ডাঃ দেবদীপ ঘোষ বলেন, 'প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশুদের এক্সরে প্লেটের বিভিন্ন ধরনের মাপ থাকে। এক্সরে প্লেটগুলি মূলত জেলা হাসপাতাল থেকেই আসে। অনেকদিন আগে জেলায় রিকুইজিশন দেওয়া হয়েছে। পুনরায় এক্সরে পরিষেবা চালু করার প্রচেষ্টা চলছে।'

নদীতে যাওয়ার অনুমতি নেই, গেট বন্ধ ভুটানের

ভিনরাজ্যে কাজের খোঁজে টোটোরা

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ২৪ নভেম্বর : নদীর কোনও বিকল্প নেই। হয় না। হতে পারে না। টোটোপাড়ার পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া হাউড়ি নদীকে যাঁরা জন্মলগ্ন থেকে দেখে আসছেন, তাঁরা এই কথাটা মর্মে মর্মে বোঝেন। টোটোপাড়ায় নদীই সব। রুজিরুটির সন্ধান সেখানে গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া হাউড়ি নদী। এই নদীই গোটা টোটোপাড়ার মুখে ভাত জোগায়। হাউড়ির বুক থেকে চোরাপথে বালি-পাথর তুলে এনে তা বিক্রি করে যা উপার্জন হয়, তা দিয়েই টোটোপাড়ায় সংসার চলে। নদীও যেন এই মানুষগুলিকে অকৃপণ হাতে সম্পদ দান করে যায় বছরের পর বছর ধরে। দূরের ভুটানের পাহাড়ে মাইনিংয়ের কাজে দিনমজুরি করে কিছু রোজগার হয় বটে, কিন্তু নদীর কাছে তা সামান্যই। নদীকেন্দ্রিক সেই টোটোপাড়ায় আজ ঘোর বিপর্যয়। সম্প্রতি প্রশাসনের তরফে হাউড়ি নদী থেকে বালি-পাথর তোলায় কড়াকড়ি শুরু হয়েছে। তাই নদী থেকে সম্পদ আহরণ একপ্রকার বন্ধ। করোনার জেরে ভুটানেও যাতায়াত বন্ধ। উভয়সংকটে টোটোপাড়ার মাথায় হাত। পেটের ভাত জোগাতে টোটোপাড়ার অনেকেই এখন বাপঠাকুরদার পেশা বদলাচ্ছেন।

> রোজগার হারিয়ে টোটোপাড়ার প্রায় ৯০ শতাংশ বাসিন্দার রুজিরুটি বন্ধ। সংসারের হাল ধরতে এলাকার ছেলেরা পড়াশোনায় ইতি টেনে দিনমজুরের কাজ করতে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিচ্ছেন।
>
> – অশোক টোটো
> *সভাপতি, টোটোকল্যাণ সমিতি*

ভিনরাজ্যে পাড়ি দিতে জিপে চড়ে বসেছেন টোটোপাড়ার যুবকরা। –সংবাদচিত্র

কাজের খোঁজে এলাকার লেখাপড়া জানা ছেলেরাও দলে দলে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিয়েছেন। নদী মুখ ফিরিয়েছে বলে এলাকার লেখাপড়া জানা ৭০ শতাংশই ভিনরাজ্যে চলে গিয়েছেন।

টোটোকল্যাণ সমিতির সভাপতি অশোক টোটো বলেন, '২০১১ সাল পর্যন্ত হাউড়ি নদী থেকে বালি-পাথর তোলার জন্য প্রশাসনিক অনুমতি ছিল। কিন্তু বন দপ্তর ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরে আবেদন জানিয়ে সেই পথ বন্ধ করে দেয়। এতে টোটোপাড়ার মানুষ ভুটানের মাইনিংয়ের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। করোনার কারণে সে রাস্তাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। রোজগার হারিয়ে টোটোপাড়ার প্রায় ৯০ শতাংশ বাসিন্দার রুজিরুটি বন্ধ। সংসারের হাল ধরতে এলাকার ছেলেরা পড়াশোনায় ইতি টেনে দিনমজুরের কাজ করতে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিচ্ছেন।'

এলাকার পরিস্থিতির কথা শোনালেন বাসিন্দা বীরবল টোটো। বীরবল বর্তমানে কলেজে পড়াশোনা করছেন। ভুটান বন্ধের পর হাউড়ি নদী থেকে পাথর বিক্রি করে তিনি নিজের লেখাপড়া ও সংসারের খরচ চালাতেন। কিন্তু সেই রাস্তা এখন বন্ধ। এই পরিস্থিতিতে বীরবল সিকিমে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বীরবলের মতো এলাকার বাসিন্দা প্রবীণ টোটো, সুনীল টোটো, সাঙ্গে টোটোরাও এমনই সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা ভাবছেন।

অশোক জানান, রাজ্যের প্রায় সব নদী থেকে বালি-পাথর তোলার জন্য লিজ দেওয়া হলেও হাউড়ি নদী থেকে বালি-পাথর তোলার লিজের জন্য প্রশাসনের কাছে বহুবার আবেদন জানিয়েও লাভ হয়নি। এতে ভুটান থেকে জলের সঙ্গে ভেসে আসা বালি-পাথরে নদী ক্রমশ ভরাট হয়ে যাচ্ছে। বর্ষাকালে নদীর জল এলাকায় ঢুকে পড়ায় প্রচুর জমি নদীগর্ভে চলে গিয়েছে। যাচ্ছেও। এবিষয়ে আলিপুরদুয়ার জেলা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক নৃপেন্দ্র সিংহকে ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

চিকিৎসা সামগ্রীর দাম বেশির অভিযোগ

এমজেএন মেডিকেলে বিক্ষোভ পড়ুয়াদের

মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপালের ঘরের সামনে বিক্ষোভ। ছবি : জয়দেব দাস

কোচবিহার, ২৪ নভেম্বর : এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের স্নাতকস্তরের পড়ুয়াদের থেকে পড়াশোনার বিভিন্ন সামগ্রীর দাম বাজারমূল্যের থেকে বেশি নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ওই অভিযোগ তুলে বুধবার অধ্যক্ষের ঘরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ দেখান ছাত্রছাত্রীদের একাংশ। তাঁদের অভিযোগ, এমবিবিএস কোর্সে পঠনপাঠনের জন্য বোন সেট (মানবদেহের কঙ্কালের মডেল), বিপি মেশিন, স্টেথোস্কোপ সহ অন্যান্য জিনিস কেনার প্রয়োজন হয়েছিল। সেই সময় কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রীদের একজনের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেয়। পড়ুয়ারা তাঁর কাছ থেকেই সামগ্রীগুলি কেনেন। পরবর্তীতে দেখা যায়, সেই সামগ্রীর দাম বাজারমূল্যের থেকে অনেক বেশি নেওয়া হয়েছে। সেই বাড়তি টাকা ফেরতের দাবিতে এদিন অবস্থান বিক্ষোভ করেন পড়ুয়ারা। দুপুর থেকে আন্দোলন শুরু হয়। রাত অবধি অধ্যক্ষকে ঘেরাও করে আন্দোলন চলছে। যদিও এবিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি অধ্যক্ষ ডাঃ সুকুমার বসাক।

স্নাতকস্তরের পড়ুয়া গ্লোরি মোছারি বলেন, 'যেখানে একটি বোন সেটের দাম ১৫-১৬ হাজার টাকা, সেখানে আমাদের কাছ থেকে ২৫ হাজার টাকা নেওয়া হয়েছে। ৯০০ টাকা দামের একটি মেশিনের জন্য ৩,০০০ টাকা নেওয়া হয়। বিষয়গুলি জানার পর আমরা আন্দোলনে নেমেছি।' দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র অগ্নিজ দত্তের কথায়, 'অধ্যক্ষের মাধ্যমেই আমরা ওই সামগ্রীগুলি কিনেছিলাম। পরবর্তীতে বুঝতে পারি, আমাদের যা সামগ্রী দেওয়া হয়েছে তার তুলনায় অনেক বেশি দাম দিতে হয়েছে।' তানভির রোজ নামে আরেক পড়ুয়ার বক্তব্য, 'যত দ্রুত সম্ভব বাকি টাকা ফেরত চাই।'

জানা গিয়েছে, ২০১৯ সালে মেডিকেলে পঠনপাঠন শুরু হয়। সেই সময় যে ১০০ জন পড়ুয়া প্রথম ভর্তি হয়েছিলেন, তাঁরাই অতিরিক্ত দামে সেই সামগ্রীগুলি কিনেছিলেন। ২০১৯ সালে সেগুলি কিনলেও তার দু'বছর পর টাকা ফেরত চেয়ে হঠাৎ আন্দোলন কেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

পড়ুয়ারা অবশ্য জানিয়েছেন, করোনা পরিস্থিতির জন্য দীর্ঘদিন কলেজ বন্ধ ছিল। এছাড়া সামগ্রীগুলির দামের বিষয়টি স্পষ্ট হওয়ার পরই তাঁরা আন্দোলনে নেমেছেন।

সম্মানিত সিতাইয়ের প্রয়াত বিধায়ক

কোচবিহার, ২৪ নভেম্বর : গোয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনে দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন কোচবিহার জেলার সিতাইয়ের প্রাক্তন বিধায়ক দীপক সেনগুপ্ত। সেই আন্দোলন করতে গিয়ে ৩৩ দিন জেলবন্দি থাকতে হয়েছে তাঁকে।

এরকম ব্যক্তিত্বকে ডঃ রামমনোহর লোহিয়া স্মৃতিসম্মান মরণোত্তর পুরস্কারের মাধ্যমে সম্মান জানানো হবে। ২৭ ও ২৮ নভেম্বর গোয়ার মডগাঁওতে রবীন্দ্র ভবনে একটি অনুষ্ঠান হবে। সেখানে গোয়ার রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী সহ বিশিষ্টরা উপস্থিত থাকবেন। ২৮ তারিখ পুরস্কার নিতে গোয়ায় যাচ্ছেন দীপকবাবুর ছোটছেলে দীপ্তিমান সেনগুপ্ত এবং তাঁর মা সুনন্দা সেনগুপ্ত।

এ বছর গোয়ার স্বাধীনতার ৬০ বছর পূর্তি। সারাবছরই কর্মসূচি হচ্ছে আরব সাগরের তীরের রাজ্যটিতে।

বিষয়টি নিয়ে বুধবার দীপকবাবুর দুই ছেলে অংশুমান সেনগুপ্ত এবং দীপ্তিমান সেনগুপ্ত সাংবাদিক সম্মেলন করেন। তাঁদের কথায়, 'এটি আমাদের কাছে গর্বের ও খুশির খবর। এর আগে ২০০৭ সালে গোয়া সরকার পুরস্কার দেয়। তখন তিনি নিজে গিয়েই পুরস্কার নিয়েছিলেন। এবার তাঁকে মরণোত্তর পুরস্কার দেওয়া হবে।'

গোয়ার স্বাধীনতার ৬০ বছর পূর্তি

১৯৬২ সালে গোয়া স্বাধীন হয়। তার দু'বছর আগে এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন দীপকবাবু। দীপক সেনগুপ্ত কোচবিহার জেলার অত্যন্ত পরিচিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। দীপকবাবু ১৯৭৭ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত সিতাইয়ের বিধায়ক ছিলেন। ১৯৮০ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত দিনহাটা পুরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন। ছিটমহল আন্দোলনেরও স্রষ্টা ছিলেন তিনি।

মহিলা শ্রমিকদের কম মজুরি দেওয়ার অভিযোগ

গৌতম সরকার

মেখলিগঞ্জ, ২৪ নভেম্বর : সারাদিন পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাজ করছেন তাঁরা। পরিশ্রমও কম নয়। অথচ মেখলিগঞ্জের বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী বিভিন্ন এলাকায় এখনও পুরুষদের থেকে কম মজুরি পান মহিলা শ্রমিকরা। বারবার দাবি জানিয়েও বেতনের ক্ষেত্রে পুরুষদের সমকক্ষ হতে পারেননি তাঁরা।

তাঁদের হয়ে কথা বলার মতোও কেউ নেই। কাজ হারানোর ভয়ে আন্দোলনে নামার সাহসও দেখান না প্রান্তিক এলাকার ওই বাসিন্দারা। মিনতি বর্মন, ফিরোজা বেওয়া, কান্দুরি বিবিদের মতো শ্রমিকদের কাছে তাই 'সম কাজে সম মজুরি' শুধুই স্বপ্ন।

মেখলিগঞ্জ ব্লক মূলত কৃষিনির্ভর এলাকা। স্থায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না থাকায় এখানকার বহু মানুষ কাজের খোঁজে ভিনরাজ্যে পাড়ি দেন। কৃষিকাজের জন্য শ্রমিক খুঁজে পাওয়াই এখন দুষ্কর। তাই মহিলা শ্রমিকদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। কিন্তু মজুরির বেলাতেই যত বৈষম্য।

পুরুষ শ্রমিকদের ক্ষেত্রে যেখানে দৈনিক মজুরি ৩৫০-৪০০ টাকা, সেখানে মহিলাদের দেওয়া হয় ২৫০-৩০০ টাকা। আবার পুরুষ

মেখলিগঞ্জ

শ্রমিকরা দুপুরের খাবার আলাদা পেলেও মহিলারা তা পান না। মজুরি কম হওয়ায় শীতকালীন ফসল ও সবজি চাষে মহিলা শ্রমিকদেরই এখন চাহিদা বেশি। আলু, তামাক, সবজির মতো চাষেও মহিলা শ্রমিকরা উপযুক্ত হয়ে উঠেছেন।

যদিও জমি মালিকদের যুক্তি অন্য। তাঁদের মতে, মহিলা শ্রমিকরা পুরুষ শ্রমিকদের থেকে দৈহিক পরিশ্রম কম করেন, কাজও কম করেন। তাই মজুরিও কম। যদিও মহিলা শ্রমিকরা এই কথা মানতে নারাজ। তাঁদের দাবি, মাঠে পুরুষদের সমান কাজই করতে হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও কাজ কম করার অজুহাতে দিনের পর দিন কম মজুরি দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু কাজ হারানোর ভয়ে কেউই মুখ খুলতে রাজি নন। তাই কম মজুরিতেই কাজ করছেন তাঁরা।

একই কাজে পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকদের মজুরি একই হবার কথা বলেছেন মেখলিগঞ্জের শ্রম দপ্তরের কর্তারা। যদিও মেখলিগঞ্জের অ্যাসিস্ট্যান্ট লেবার কমিশনার প্রভাত লামার সঙ্গে যোগাযোগ করেও কথা বলা সম্ভব হয়নি।

তবে শ্রম দপ্তরের কয়েকজন কর্তা জানিয়েছেন, মহিলা শ্রমিকদের কম মজুরি দেওয়ার কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি। অভিযোগ পেলে তা খতিয়ে দেখা হবে।

সেডেটিভ ড্রাগ সহ ধৃত ২

কালচিনি, ২৪ নভেম্বর : নিষিদ্ধ সেডেটিভ ড্রাগ পাচার করতে গিয়ে এসএসবি জওয়ানদের হাতে ধরা পড়ল দুই দুষ্কৃতী। বুধবার কালচিনির পানা বস্তি এলাকা থেকে ওই দুই যুবককে গ্রেপ্তার করেছেন এসএসবি ৫৩ ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা। ধৃতদের কাছ থেকে প্রচুর সেডেটিভ ড্রাগ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এরপর ধৃতদের কালচিনি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত দুই যুবক কালচিনি থানা এলাকার বাসিন্দা।

১২টি স্কুলের সভাপতি বদল

মেখলিগঞ্জ, ২৪ নভেম্বর : মেখলিগঞ্জ ব্লকের ১২টি স্কুলের পরিচালন কমিটির সভাপতি বদলে গেলেন। বুধবার বিকাশ ভবন থেকে ওই নির্দেশ এসেছে। দায়িত্ব পাওয়ার পর নতুন সভাপতিরা রাজ্যের স্কুলশিক্ষা দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী পরেশচন্দ্র অধিকারী ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

বারবিশায় জবরদখল জাতীয় সড়ক, বাড়ছে দুর্ঘটনা

নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

বারবিশা, ২৪ নভেম্বর : অসম-বাংলা সীমানার বারবিশা কমার্সিয়াল সেলস ট্যাক্স চেকপোস্ট এলাকায় জাতীয় সড়কের একাংশ জবরদখল করে ব্যবসা চালাচ্ছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীদের একাংশ। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই চলছে এধরনের অবৈধ কারবার। রাস্তার একাংশ দখল করে পসরা সাজিয়ে বসায় সংকুচিত হয়ে গিয়েছে জাতীয় সড়ক। যানজট থেকে শুরু করে এই এলাকায় পথ দুর্ঘটনা ঘটছে। এমনকি জীবনহানির ঘটনাও ঘটছে। এ ব্যাপারে হেলদোল নেই পুলিশ প্রশাসনের।

দুর্ঘটনা রুখতে তাই বারবিশা কমার্সিয়াল সেলস ট্যাক্স চেকপোস্ট এলাকায় জাতীয় সড়ক দখলমুক্ত করা ও সেইসঙ্গে যানজট এড়াতে সরকারি উদ্যোগে পার্কিং জোন এবং সার্ভিস রোড নির্মাণের দাবি জানিয়েছেন বাসিন্দারা।

নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক এক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, গত কয়েক বছরে জাতীয় সড়কের উভয়দিক ঘেঁষে অবৈধভাবে গড়ে উঠেছে বহু দোকান। ফুটপাথ দখল করে যাবতীয় সামগ্রী সাজিয়ে রাখায় পথচারীদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জাতীয় সড়কের উপর দিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে। এদিকে, ভিনরাজ্য থেকে আসা দূরপাল্লার পণ্যবোঝাই ট্রাকগুলি দীর্ঘ সময় ধরে জাতীয় সড়কের উপর দাঁড়িয়ে থাকছে। যেকারণে স্কুল-কলেজ পড়ুয়া থেকে শুরু করে সাইকেল, মোটরবাইক আরোহী এবং সাধারণ মানুষকে পথ চলতে গিয়ে চরম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। এসব বন্ধে পুলিশ প্রশাসনের কর্তাদের কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

স্থানীয় সুদাম বর্মন বলেন, অসম-বাংলা সীমানার সংকোশ বাজার থেকে নাজিরান দেউতিখিতা, বারবিশা কমার্সিয়াল সেলস ট্যাক্স চেকপোস্ট হয়ে জোড়াই সেতু পর্যন্ত জাতীয় সড়কের উভয়দিকে সার্ভিস রোড নেই। ফলে বারুইপাড়া, মাঝেরডাবরি, বিষ্ণুনগর কলোনি, দক্ষিণরামপুর, ছাট ভক্কা সহ আশপাশের গ্রামের একাধিক কাঁচা রাস্তা সরাসরি জাতীয় সড়কে এসে মিশেছে। প্রতিদিন লক্ষাধিক মানুষ এইসব পথ ধরে জাতীয় সড়ক পারাপার করেন। প্রায়ই ঘটে দুর্ঘটনা। ঘটনার জেরে সংকোশ বাজার থেকে নাজিরান দেউতিখাতা, বারবিশা কমার্সিয়াল সেলস ট্যাক্স চেকপোস্ট হয়ে জোড়াই সেতু পর্যন্ত জাতীয় সড়ক দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকায় পরিণত হয়েছে। প্রায় ১ দশক আগে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ সার্ভিস রোড নির্মাণের জন্য মাপজোখ করেছিল। ওই পর্যন্তই। তারপর এলাকাজুড়ে একের পর এক পথ দুর্ঘটনা বহু সাধারণ মানুষের প্রাণ কেড়ে নিলেও এনিয়ে কোনওরকম পদক্ষেপ করা হয়নি। আমাদের দাবি, সমস্যা মেটাতে দ্রুত উদ্যোগ নিক স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন এবং জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ।

বারবিশার কমার্সিয়াল সেলস ট্যাক্স চেকপোস্ট এলাকায় জাতীয় সড়কের অংশ দখল করে ব্যবসা। –সংবাদচিত্র

এলাকার প্রাক্তন উপপ্রধান পরিতোষ দাস বলেন, সংকোশ বাজার থেকে নাজিরান দেউতিখাতা, বারবিশা কমার্সিয়াল সেলস ট্যাক্স চেকপোস্ট হয়ে জোড়াই সেতু পর্যন্ত জাতীয় সড়কের উভয়দিকে সার্ভিস রোড নির্মাণের দাবি নিয়ে আমরা ২০০৯ সালে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের শিলিগুড়ি প্রোজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন অফিসে (পিআইও) দরবার করেছিলাম। ওই সময় সংশ্লিষ্ট অফিসের আধিকারিক এবং ইঞ্জিনিয়ার সরেজমিনে এলাকা ঘুরেফিরে দেখেন। এরপর আর বিষয়টি নিয়ে পিআইও আধিকারিকরা উচ্চবাচ্য করেননি। একই কথা বলেন এলাকার পঞ্চায়েত সদস্যা মালা সরকার দাস। এ ব্যাপারে ফোন করা হলেও কল রিসিভ না করায় জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের শিলিগুড়ি পিআইওর প্রোজেক্ট ডিরেক্টর সঞ্জীব শর্মার প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।